প্রথম আলো আমরা

বিজিবির প্রথম নারী সদস্য

এবার সীমান্ত রক্ষায় নারী

সুজন ঘোষ ও মামুন মুহাম্মদ, সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) থেকে ফিরে | আপডেট: ০১:১৭, জুন ০৭, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

ছোটবেলা থেকেই সেনাবাহিনীতে চাকরি করার স্বপ্ন দেখতেন বগুড়ার মেয়ে জাহানারা আক্তার। স্বপ্ন বাস্তবায়নে কলেজে ভর্তি হয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) কার্যক্রমে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করতে থাকেন। জাহানারা এখন যোগ দিয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সৈনিক পদে। তবে এ নিয়ে কোনো দুঃখ নেই তাঁর। দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পেরে গৌরব বোধ করছেন তাঁর মতো ৯৭ নারী সদস্য। তাঁরাই বিজিবির প্রথম নারী সদস্য। বিজিবির ৮৮তম ব্যাচের ১ হাজার ১৪৪ সদস্য প্রায় ছয় মাসের প্রশিক্ষণ শেষে ৫ জুন সকালে সমাপনী কুচকাওয়াজে অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৯৭ জন নারী। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বায়তুল ইজ্জতের বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার ও স্কুলের প্যারেড মাঠে এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ৮টা

থেকে ১০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মূল কুচকাওয়াজ। প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বক্তৃতা ও পুরস্কার বিতরণ এবং সদস্যদের শারীরিক কসরত প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় বেলা ১১টায়।

কুচকাওয়াজের পর কথা হয় জাহানারা আক্তারের সঙ্গে। তাঁর চোখেমুখে উপচে পড়ছে আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের ঢেউ। এই আনন্দ ছয় মাসের কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে বিজিবিতে যোগ দেওয়ার। এই উচ্ছ্বাস নারী সৈনিকদের মধ্যে সেরাদের সেরা হওয়ার আনন্দে। প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেন রুমা খাতুন ও শ্রাবন্তী সমাদ্দার নামের আরও দুই নারী সদস্য। বাহিনীর প্রথম নারী সদস্য হিসেবে তাঁদের মধ্যে গৌরব যেমন আছে, তেমনি দায়িত্ব পালনের সময় উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে চান তাঁরা। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ বাহিনীতে আসতে উদ্বুদ্ধ হন।

বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজের বিবিএ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী জাহানারা আক্তার বলেন, ‘বাবা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। বিজিবিতে যোগ দিয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে হচ্ছে। কেননা আমরাই এ বাহিনীর প্রথম নারী সদস্য।’

নারী ও মাদক পাচার রোধে কাজ করতে আগ্রহী দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে বড় জাহানারা আক্তারা বলেন, ‘যেখানেই দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেখানেই কাজ করব এবং দায়িত্ব পালনে নিজের শতভাগ উজাড় করে দেব। প্রশিক্ষণের সময় প্রশিক্ষকেরা অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তা এখন কর্মজীবনে প্রয়োগ করতে চাই। আর এমন কাজ করতে চাই, যাতে অন্যরা আমাদের দেখে এই বাহিনীতে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হন।’

গত বছর এইচএসসি পাস করেন যশোরের রুমা খাতুন। বাবা মো. তোফাজ্জল হোসেন কৃষিকাজ করেন। তাঁর পরামর্শে বিজিবিতে আবেদন করেছিলেন রুমা। বললেন, ‘আমি এখন বিজিবির সৈনিক। এটা ভাবতেই আনন্দ হচ্ছে। দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে চাই। চেষ্টা করব নারী পাচার রোধে কাজ করার।’

বিজিবির আরেক নারী সদস্য শ্রাবন্তী সমাদ্দার প্রথম আলোকে বলেন, ‘যুব সমাজের বড় শত্রু হচ্ছে মাদক। মাদকের কারণে যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এতে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই মাদক পাচার রোধে কাজ করে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।’

কুচকাওয়াজ শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছায় বিজিবিতে নারীদের যুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘বিজিবির জন্য আজ স্মরণীয় দিন। আমাদের মেয়েরাও যে পিছিয়ে নেই, আজ প্যারেডের মাধ্যমে তাঁরা সেটা প্রমাণ করেছেন।’

শ্রাবন্তী, রুমা, জাহানারাদের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। আজ তাঁরা আনন্দিত। তাঁদের সামনে এখন গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত তাঁরা। তাঁদের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক। রোববার কুচকাওয়াজের সময় পুবের আকাশে ভেসে যাচ্ছিল সাদা মেঘের ভেলা। তারই ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল সূর্য। ছড়াচ্ছিল সোনালি আলো। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে জাহানারাদের মুখগুলো। এই ৯৭ জন নারী পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন আরও অনেক নারীর কাছে, যাঁরা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসতে চান।